ব্রিফিং নোট
অক্টোবর ২০২৪
১০

জনসম্পৃক্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সংলাপ সম্পর্কে

এসডিজি'র মূল দর্শনই হচ্ছে 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না'। এ দর্শন বাস্তবায়নের জন্য যে কর্মকৌশল গ্রহণের কথা বলা হয়েছে তা হলো হোল অব সোসাইটি অ্যাপ্রোচ বা সমগ্র সমাজ পদ্ধতি। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচিতে সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া এবং তা ব্যবহারের প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছে জাতীয় বাজেট। এই বাজেট মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পারছে, তা নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। যাদেরকে উদ্দেশ্য করে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, তারা বাজেট থেকে সুফল পাচ্ছেন কি না এবং স্থানীয় পর্যায়ে থেকে এ বিষয়গুলোকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করছেন, তা সঠিকভাবে জানা জরুরি। বাজেটের আওতায় শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেগুলো আসলে যথাযথভাবে বরাদ্দের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারছে কি না, শিক্ষায় বিনিয়োগের সুফল টার্গেট গ্রুপ সঠিকভাবে পেল কি না, অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে কি না প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের কারিগরি শিক্ষার কার্যকারিতা মূল্যায়নের অংশ হিসেবে ২০২৪ সালের ৩ অক্টোবর সিপিডি'র উদ্যোগে ও নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এর সহযোগিতায় সুনামগঞ্জে 'যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে স্থানীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা' শীর্ষক এক সংলাপের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, নারী উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিসহ সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ এ সংলাপে অংশ নেন।

cpd.org.bd
cpd.org.bd
cpdbangladesh
CPDBangladesh

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন), ধানমন্ডি
ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৮১৫৬৯৮৩
ই-মেইল: info@cpd.org.bd

সুনামগঞ্জ সংলাপ

কারিগরি শিক্ষার কাঠামোতে সংস্কার আনতে হবে

প্রারম্ভিক আলোচনা

প্রারম্ভিক আলোচনায় সভাপ্রধান উল্লেখ করেন, দেশের বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষা যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কী ধরনের অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে, তা পরখ করার জন্যই এ সংলাপের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, যে কোনো দেশের উন্নতির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু সিপিডির পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এই শিক্ষার মান যেমনটি হওয়ার কথা ছিল, তা যথোপযুক্তভাবে পাওয়া যায়নি। এছাড়া যে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে, সেটি বাজারের সঙ্গে কতটা সংগতিপূর্ণ, সেটি একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার অগ্রগতি হলেও এর বিপরীতে কারিগরি শিক্ষার কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এটির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হলেও এর উন্নতি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দেশে গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা দরকার। আর সেই শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষার একটি বড় ভূমিকা থাকতে পারে। এই বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন কার্যকর ভ‚মিকা রাখতে পারছে না, সে বিষয়ে গবেষণা করেছে সিপিডি। আজকে তৃতীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগে পঞ্চগড় ও সাতক্ষীরায় এ ধরনের আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে যেসব বৃত্তিমূলক শিক্ষা রয়েছে, সেগুলোর মূল্যায়ন করা হয়েছে। যে মূল্যায়নটা করা হয়েছে, সেটি সঠিক হলো নাকি বেঠিক হলো, সে বিষয়টি যাচাই করার জন্যই এ সংলাপের আয়োজন করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষার বিদ্যমান পরিস্থিতি

সংলাপে একটি গবেষণা প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। তাতে উল্লেখ করা হয়, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট মাধ্যমিক (এসএসসি, দাখিল ও বৃত্তিমূলক) পাস করা শিক্ষার্থীদের ২০ শতাংশকে কারিগরি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে দেশের ৫০টি জেলায় ৫৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৮৬ লাখ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মধ্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় সাড়ে ১৪ লাখ। এর বাইরে ২৩ লাখ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য। ৯ লাখ শিক্ষার্থীকে শিক্ষানবিশ হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২ লাখ ৪১ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য। গবেষণায় কেবল কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা পরোখ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। সেটা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় ক্ষেত্রেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি। তবে শঙ্কার বিষয় হচ্ছে ঝরে পড়ার হারও বাড়ছে। একসময় এ হার ছিল ২৯ শতাংশ। বর্তমানে এই ঝরে পড়ার হার ৪৪ শতাংশ হয়ে গেছে। কোভিডের আগে ঝরে পড়ার তুলনায় এখন ঝরে পড়ার হার বাড়ছে। এর ফলে যে জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান গড় মানের কাছাকাছি

গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, সাধারণত যে ধরনের শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়, তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। গবেষণা জরিপে অংশগ্রহণকারীরা জানান, কারিগরি শিক্ষার সার্বিক মান গড় মানের কাছাকাছি। অর্থাৎ খুব ভালোও নয়, আবার খুব খারাপও নয়। আর যে প্রত্যাশা নিয়ে শিক্ষার্থীরা এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যান, তার পুরোপুরি অর্জিত হয় না বলে সংশ্লিষ্টরা মন্তব্য করেছেন। আর শিক্ষা গ্রহণের পর মোটামুটি তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে চাকরি পাওয়া গেছে বলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন। তবে চাকরির বেতনের বিষয়ে অসন্তোষ রয়েছে। জরিপে অংশ নেওয়া একটি বড় অংশ জানিয়েছে, কারিগরি শিক্ষা গ্রহণকারীরা মাসে ১০ হাজার টাকার নিচে উপার্জন করেন। প্রাথমিক বেতন উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু হয় না। এখানে কিছুটা চিন্তার বিষয় রয়েছে। এছাড়া নারীদের অংশগ্রহণ ধারাবাহিকভাবেই কম রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষায় অপ্রতুল বরাদ্দ

কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা বিদ্যমান, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ কম। মোট শিক্ষা বাজেটের সাড়ে চার শতাংশের মতো এ খাতে বরাদ্দ হয়। কিন্তু যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, সেটিও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় না। বাস্তবায়নের হার খুবই খারাপ। বরাদ্দের ৫৬ শতাংশের মতো বাস্তবায়িত হয়। এক্ষেত্রে বাড়তি বরাদ্দ চাইলে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, খরচ করতে পারে না বিধায় বরাদ্দ বাড়ানো হয় না। এক্ষত্রে অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা অনুসন্ধান করে দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সুনামগঞ্জে কারিগরি শিক্ষার চ্যালেঞ্জসমূহ

গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে আসে, সুনামগঞ্জে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নেই। ফলে একটা পর্যায়ের পর শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষা আর অগ্রসর হয় না। তাছাড়া যে ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, তা পাওয়া যায় না। আর নারী শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি। এর পেছনে বড় কারণ হচ্ছে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতদের এখনো সমাজ ভালো স্বীকৃতি দেয় না। এর ফলে চাকরির বাজারে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতদের চাহিদা থাকলেও জোগান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

বক্তারা উল্লেখ করেন, কারিগরি শিক্ষার চ্যালেঞ্জের মধ্যে আরও রয়েছে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে না পারা, বিনিয়োগের স্বল্পতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি এবং দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকের স্বল্পতা। জরিপে উঠে এসেছে, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন, তারা কারিগরি বিষয়ে ডিগ্রিধারী নন, বরং তারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। ফলে এসব শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ পাঠদান করতে পারছেন না।

গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে আসে, সুনামগঞ্জে বড় কোনো শিল্পকারখানা নেই। ফলে যে ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তা স্থানীয়ভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ নেই। তাছাড়া স্থানীয় চাকরির বাজারের সঙ্গে কারিগরি প্রশিক্ষণের কোর্সগুলো সংগতিপূর্ণ নয়। ফলে এলাকার বাইরে গিয়ে কেউ কেউ কাজ করছেন।

সুনামগঞ্জে কারিগরি শিক্ষার নীতি সুপারিশসমূহ

গবেষণা প্রতিবেদনে বেশকিছু নীতি সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় কর্মসংস্থান বাজারের সঙ্গে সংগতি রেখে কোর্সের ডিজাইন করা, বিদেশে চাকরি পাওয়ার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা, বাজারের যন্ত্রপাতির হালনাগাদকরণের সঙ্গে সংগতি রেখে কোর্স কারিকুলামে নিয়মিত ভিত্তিতে পরিবর্তন আনা, স্থানীয় পর্যটন ও মৎস্য চাষের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষার সনদায়ন। এছাড়া স্থানীয় চেম্বার ও উদ্যোক্তা গোষ্ঠীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার সুপারিশ করা হয়, যাতে চাকরির বাজারের সঙ্গে প্রশিক্ষণকে মানিয়ে নেওয়া যায়। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে নারীর অংশগ্রহণ আরও বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি নারীর কর্মে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার একটি সংযোগ স্থাপনেরও তাগিদ দেওয়া হয়। আর কারিগরি শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে ব্যাপক প্রচারণার সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের পাশাপাশি স্থানীয় উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উঠে আসে, বেসরকারি উদ্যোগে যেসব কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে সেগুলোর শিক্ষার মান ভালো নয়। এক্ষেত্রে একধরনের বাণিজ্য হচ্ছে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে কারিগরি শিক্ষার প্রতি মানুষের নেতিবাচক ধারণা জন্ম হচ্ছে। এ অবস্থার পরিবর্তনে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান নিশ্চিতে উদ্যোগ নিতে হবে।

সুনামগঞ্জে কর্মসংস্থানের তিন খাত

আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, সুনামগঞ্জে কর্মসংস্থানের তিনটি প্রধান খাত রয়েছে। এগুলো হচ্ছে কৃষি, মৎস্য ও পর্যটন। সুতরাং এ তিনটি বিষয়কে বিবেচনায় রেখে কারিগরি শিক্ষার কারিকুলাম সাজানো প্রয়োজন। আলোচকরা উল্লেখ করেন, বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় মৎস্য

আহরণ করা হয়, সেটি টেকসই উপায় নয়। হাওর অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের জীবিকা যদি ঠিক রাখতে হয়, তাহলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখতে হবে। তা না হলে নির্বিচারে সব মাছ নিধন হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। আর বর্ষা মৌসুমে সুনামগঞ্জে হাওরকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটে। ওই সময়টায় পর্যটকদের জন্য যথাযথ সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করতে হবে। সেটা করা সম্ভব হলে এ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। হাওর অঞ্চলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো কারিগরি শিক্ষার ডিজাইন করা হলে, সেটি কার্যকর হবে না।

শিক্ষার রিটার্ন বা প্রাপ্তির বিষয়ে বক্তারা উল্লেখ করেন, প্রচলিত যে কোনো শিক্ষার তুলনায় কারিগরি শিক্ষায় রিটার্নের পরিমাণ বেশি। অর্থাৎ, প্রচলিত শিক্ষায় একজন স্নাতকোত্তর ব্যক্তির তুলনায় একজন কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি দ্রুত চাকরি পান এবং বেশি রোজগার করতে পারেন। সরকারি কিছু নির্দিষ্ট চাকরি ব্যতীত অন্য সব কাজে টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (টিভেট) শিক্ষা কার্যক্রমের রিটার্ন বেশি।

স্থানীয়ভাবে দক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ নেই

আলোচকরা উল্লেখ করেন, সুনামগঞ্জের স্থানীয় কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ জ্ঞান স্থানীয়ভাবে কাজে লাগানোর তেমন সুযোগ নেই। কারণ সেখানে তেমন কোনো শিল্পকারখানা নেই। তাছাড়া শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যে বিষয়ে দক্ষতা ও জ্ঞান বিতরণ করা হয়, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সে বিষয়গুলো কাজে লাগানো যায় না। চাকরি প্রার্থীদের সেখানে গিয়ে আবার নতুন করে অনেক কিছু শিখতে হয়। চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিষয় পড়াতে হয়। কারণ এ বিষয়ে স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো কর্তৃত্ব নেই। কারণ কারিগরি শিক্ষার কারিকুলাম নিয়ন্ত্রিত হয় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে যুগের চাহিদা অনুযায়ী কোর্স কারিকুলামগুলো হালনাগাদকরণ এবং বাজারের সঙ্গে সংগতি রেখে কোর্স ডিজাইনের সুপারিশ করা হয়।

ভালো শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হয় না

স্থানীয় আলোচকরা জানান, কারিগরি শিক্ষার প্রতি মানুষের একটু বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। পরিবারের যে শিশু সাধারণ শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে বা যে শিশুটি পড়ালেখায় সবচেয়ে খারাপ, তাকে কারিগরি ও ভকেশনালে পাঠানো হয়। এজন্য কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া এসএসসি ও এইচএসসির সমমানের সনদ দেওয়ায় কারিগরি শিক্ষায়ও পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। দুর্বল শিক্ষার্থীরা এসব বিষয়ে ভালো করতে পারে না। এমন বাস্তবতায় কারিগরি বিষয়ে কোর্স বাড়ানোর বিষয়ে তাগিদ দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষায় শতকরা ৩৩ নম্বর পেলে শিক্ষার্থীদের পাস করানো হয়। কিন্তু কারিগরি বিষয়ে যদি যদি কোনো শিক্ষার্থী শতভাগ দক্ষতা অর্জন করতে না পারে, তাহলে তার কাজ নিজের ও সমাজের অন্যদের জন্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়।

সরকারি সুবিধায় মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য

স্থানীয় উদ্যোক্তারা বলেন, যুব উন্নয়ন থেকে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেখানে হাতেকলমে শেখার বিষয়টিতে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে বিসিকের পাঁচ দিনব্যাপী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ প্রশিক্ষণে ব্যবসার খুঁটিনাটি হাতেকলমে শেখানো হয়। কিন্তু এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা হয়রানির শিকার হন। তারা সরাসরি সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারেন না। এখানে এক ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী রয়েছেন। ফলে কম সুদের সরকারি ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হয়। এতে ঋণের সুদ কম থাকলেও ঋণের প্রকৃত ব্যয় বেড়ে যায়। আর এনজিওগুলো সহজে ঋণ দিলেও সেসব ঋণের সুদ অনেক বেশি। তাছাড়া বিভিন্ন দুর্যোগের সময় এনজিও ঋণে রিকভারি সুযোগ দেওয়া হয় না। ফলে ব্যবসায় লোকসান হওয়া সত্ত্বেও ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। এতে অনেক উদ্যোক্তা ঝরে পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তাদের জন্য স্বল্পসুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করা হয়।

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, প্রশিক্ষণ ও ঋণে দুর্নীতি হয়। তারা জানান, একশ্রেণির প্রশিক্ষক আছেন যারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী নন। তা সত্ত্বেও তারা প্রশিক্ষক বনে যান নানা কৌশলে। আর এসব ব্যক্তি নিজেদের আত্মীয়-স্বজনকে প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ভুয়া ট্রেড লাইসেন্স তৈরি করে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের নামে সরকারি সুবিধার স্বল্পসুদের ঋণ তুলে নেন। এতে বঞ্চিত হন প্রকৃত উদ্যোক্তারা।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কারিগরি শিক্ষায় বড় বাধা

বক্তারা বলেন, সাধারণ শিক্ষায় কলেজ পর্যায়ে অসংখ্য শিক্ষার্থী অনার্সে ভর্তি হন। কিন্তু তাদের একটি বড় অংশ পড়ালেখা শেষ করতে পারেন না, তার আগেই ঝরে পড়েন। এসব ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বড় অংশই বেকার থাকেন। তা সত্ত্বেও তারা কারিগরি শিক্ষায় যান না। এর বড় কারণ হচ্ছে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনো কারিগরি শিক্ষার জন্য সহায়ক নয়। সাধারণ মানুষ কারিগরি শিক্ষাকে মিস্ত্রি তৈরির মাধ্যম হিসেবেই বিবেচনা করে থাকেন। এর ফলে সহজে কাজে যোগ দেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের কারিগরি শিক্ষায় পাঠান না।

কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফ্রিল্যান্সিং শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে

বক্তারা বলেন, দেশের যুবশ্রেণি প্রযুক্তির প্রতি অনেক আগ্রহী। তারা সারাক্ষণ প্রযুক্তি নিয়ে থাকতে পছন্দ করে। প্রযুক্তির প্রতি তাদের এই ভালোলাগাকে কাজে লাগানোর জন্য কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফ্রিল্যান্সিং কোর্স চালু করা যেতে পারে। তাহলে তারা সেখানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফ্রিল্যান্সিং শিখে ঘরে বসে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারেন।

বিশেষায়িত কারিগরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে

স্থানীয়রা জানান, প্রতিটি উপজেলায় একটি করে বিশেষায়িত মডেল কারিগরি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অকৃতকার্য শিক্ষার্থী ভর্তি করার চেয়ে শুরু থেকেই যদি কারিগরি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে ভালো ফল আসবে বলে তারা জানান। এর পাশাপাশি ইংরেজিসহ বিভিন্ন বিদেশি ভাসার কোর্স কারিগরি প্রতিষ্ঠানে চালু করার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে এই ভাষা শিখে প্রশিক্ষণার্থীরা বিদেশে ভালো কাজ পান। এছাড়া প্রতিটি বিভাগে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির (ডুয়েট) আদলে একটি করে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, বর্তমানে প্ল্যাম্বার ও ইলেকট্রিশিয়ানদের সহকারী হিসেবে অনেক শিশু কাজ করে। তাদের কাজে অনেক ভুল হয় । ফলে যারা কাজ করান তারা নানা সমস্যায় পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণকারীরা যদি সহকারী হিসেবে কাজ করেন, তাহলে কাজগুলো আরও ভালো হতে পারে। এলাকার প্রতিষ্ঠিত ইলেকট্রিশিয়ান ও প্লাম্বারদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র স্থাপনে কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না, সে বিষয়ে পরামর্শ দেন বক্তারা।

কারিগরি শিক্ষার বিষয়ে প্রচারণা চালানোর আহ্বান

বক্তারা উল্লেখ করেন, কারিগরি শিক্ষার বিষয়ে সমাজে উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এখানে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের নিচু দৃষ্টিতে দেখা হয়। এতে ওইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হীনম্মন্যতা দেখা দেয়। তারা মানসিকভাবে কষ্ট পায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে প্রচারাভিযান পরিচালনার দাবি জানানো হয়। তাছাড়া সরকারি বিভিন্ন সংস্থায় যে প্রশিক্ষণ হয়, সেখানে প্রশিক্ষণার্থী সংগ্রহ করা হয় আগে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে। এক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে টেলিভিশন ও অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণা চালানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়।

শিক্ষক সংকট নিরসন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ

স্থানীয় ব্যক্তিরা উল্লেখ করেন, প্রশিক্ষণের গুণগত মান ভালো না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব। এই অভাব পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এর পাশাপাশি সরকারি যেসব সংস্থায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেখানে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকে না । অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য যেসব ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ দেওয়া হয়, সেগুলোর অধিকাংশ অকেজো থাকে। এগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

যত্রতত্র অনার্স কোর্স চালু না করে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে আলোচনায় উঠে আসে, দেশের বেশিরভাগ কলেজে নানা স্নাতক সম্মান (অনার্স) কোর্স চালু করা হচ্ছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান থেকে গুণমানসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে কলেজ পর্যায়ে যত্রতত্র সম্মান কোর্স চালু করার পরিবর্তে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রসারে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। আর কোনো প্রতিষ্ঠানে সম্মান কোর্স চালু করার আগে সেখানে কোর্সটি চালু করার পূর্বশর্তসমূহ সঠিকভাবে পরিপূরণ করা হয়েছে কি না, সে বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে কয়েকটি গুণগত মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেওয়া হয়।

স্থানিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে পৃথক পরিকল্পনা নিতে হবে

আলোচকরা জানান, বাংলাদেশের সব অঞ্চলের ভৌগোলিক বাস্তবতা একরকম নয়। ফলে হাওর, উপকূল, পাহাড়, চরাঞ্চল প্রভৃতি এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে অঞ্চল-নির্দিষ্ট পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংগতি রেখে পৃথক পরিল্পনা গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়, যাতে স্থাননির্দিষ্ট সমস্যাগুলো সহজে সমাধান করা যায়। আর সেজন্য আঞ্চলিক জাগরণ দরকার।

উপসংহার

বক্তারা উল্লেখ করেন, দেশের কোন অঞ্চলের জন্য কী ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রয়োজন, সেটি বিচার-বিশ্লেষণ করে কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয় না। গড়পড়তাভাবে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে কাক্সিক্ষত ফলাফল পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে দেশের কোন অঞ্চলে কোন ধরনের প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রয়োজন, সেটি যাচাই করে তার পরই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা উচিত বলে আলোচকরা জানান। একই সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্টরা কী ধরনের কাজে যুক্ত হচ্ছেন, সে বিষয়ে একটি মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক।

আলোচকরা উল্লেখ করেন, দেশ বর্তমানে একটি নতুন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে এবং এই পরিস্থিতির সুযোগ আমাদের সবার নেওয়া উচিত। এই বাস্তবতায় শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টিকে গুরুত্বসহ সামনে নিয়ে আসতে হবে। কারণ বাংলাদেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে মানসম্পন্ন শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু সরকার সবকিছু করে দেবে না। সরকারের উদ্যোগগুলোকে জবাবদিহির মধ্যে রেখে নিজেদের উদ্যোগে নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। এটিই গণতান্ত্রিকতা।

আলোচনায় উঠে আসে, যেসব সমস্যা আলোচনায় উঠে এসেছে, তার পেছনে মূল কারণ হচ্ছে সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও স্পষ্টতার অভাব । মূলত এসব কারণেই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি পরিবর্তন আনতে হবে। এটি কেবল শিক্ষা ব্যবস্থা ও কারিগরি শিক্ষার বিষয় নয়। সামগ্রিকভাবে দেশ কীভাবে চলবে, কীভাবে আমরা সুশাসন নিশ্চিত করতে পারব, কীভাবে আমরা বরাদ্দ বাস্তবায়নের স¦চ্ছতা ও জবাবদিহি

নিশ্চিত করতে পারব, এর সবকিছু নিয়ে ভাবতে হবে। বরাদ্দ যাতে সঠিকভাবে কাজে লাগে, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার বিষয়ে আমাদের মনোজগতের একটি পরিবর্তনও দরকার।

বক্তারা উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ, কিন্তু লোকসংখ্যা অনেক। তাই এখানে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সেটা করার জন্য পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তবতার সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। আজকের এই আলোচনা দেশ পুনর্গঠনের যে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সেটি বাস্তবায়নে সহায়ক ভ‚মিকা রাখবে। সামগ্রিকভাবে আমরা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যেতে পারব বলে আমাদের প্রত্যাশা।

সভাপতি
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

মূল প্রতিবেদন উপস্থাপক
জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সম্মানিত আলোচক
জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম
জেলা শিক্ষা অফিসার, সুনামগঞ্জ

জনাব মোঃ আজিজুল সিকদার
চীফ ইন্সট্রাক্টর ও অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), সুনামগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ

জনাব এম এন এম আসিফ
উপব্যবস্থাপক, জেলা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন অফিস, সুনামগঞ্জ

ইভা রায়
সহকারী অধ্যাপক,ইংরেজি বিভাগ, সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ

জুই চাকমা
প্রোগ্রাম ম্যানেজার (শিক্ষা), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

সম্মানিত অতিথি
জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সুনামগঞ্জ

সমাপনী বক্তা
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন : মোঃ মাসুম বিল্লাহ্
সিরিজ সম্পাদনায় : অভ্র ভট্টাচার্য

সহযোগিতায়

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Eco-Social Development Organization (ESDO)

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs bdplatform4sdgs

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৫০০১৯৯০, ৫৮১৫৬৯৮৩ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net